অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না ।।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যখন মদীনা মনওয়ারাতে হিজরত করলেন তখন এক সময়ে জানতে পারলেন সেখানকার ইহুদীরা পবিত্র আশুরার দিন সিয়াম পালন করেন। আল্লাহর রাসুল তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা কেন আশুরার দিন রোজা রাখেন। ইহুদীরা বললেন মহর্‌রম মাসের ১০ তারিখে অর্থাৎ আশুরার দিন তাঁদের নবী হজরত মূসা আলায়হিস সাল্লাম তাঁর অনুসারীদের ফেরাউনের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন তাই আল্লাহর কাছে তারই কৃতজ্ঞতায় মূসা আলায়হিস সাল্লাম আশুরার দিন রোজা করতেন ফলে তাঁর অনুসারীরাও আশুরার দিন রোজা রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন মূসা আলায়হিস সাল্লাম এর উপর তোমাদের অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী অতএব আমিও এখন থেকে আশুরার দিন সিয়াম পালন করবো। এরপর ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (মধ্য শাবানে) আল্লাহ সুবহানুতায়ালা সিয়ামের বিধান নাযিল করলেন এবং রমজান মাসকে সিয়াম পালনের মাস হিসাবে নির্ধারিত করে দিলেন। রমজানের পূর্ব মাস শাবান মাসের শেষ বিকেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক খুতবায় বললেন : হে মানুষ! তোমাদের ছায়া দিতে আবির্ভূত হচ্ছে মহান মুবারক মাস। এই মাসে রয়েছে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম রজনী। এ মাসের সিয়ামকে আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন। রমজানের সিয়াম ফরয হলো বিধায় আশুরার সিয়াম ঐচ্ছিক বা নফল হয়ে গেলো। সেই থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্য রমজানের সিয়াম ফরয হয়ে গেলো। এক হাজার তিনশত একানব্বই বছর ধরে এ পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতরা রমজান মাসে সিয়াম সাধনা করে আসছেন।

সিয়াম কথাটি এসেছে 'সওম' থেকে যার অর্থ নিবৃত্ত বা বিরত থাকা। রোজা রাখা সিয়ামের একটি অংশ। রোজা রেখে যাবতীয় পাপাচার অনাচার ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে রক্ষা করার অর্থ সিয়াম। পুরো রোজার মাসে এই সিয়ামকে সাধনা করতে পারলে তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত হবার শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ হবে। আল্লাহ সুবহানুতায়ালার অনেক কাছে পোঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে। সত্যিকার অর্থে রমজানের সিয়াম সাধনার অন্তর্গত করণীয় সমূহ হলো নিয়মিত নামাজ কায়েম করা, সৎ পথে চলা, মিথ্যা না বলা, গিবত বা পরনিন্দা না করা বা অহেতুক কাওকে গালমন্দ না করা, কারো ক্ষতি না করা, সংযমী হওয়া, মিতব্যায়ী হওয়া ইত্যাদি। ফলে রমজান মাসে রোজাসহ এই সকল কাজের প্রশিক্ষণই হলো সিয়াম সাধনা। আল্লাহ সুবহানুতায়ালা আমাদের এ রমজান মাসে সাহায্য করুন যেন আমরা সিয়াম সাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারি। আমাদের অতীতের ভুলত্রুটিগুলোর জন্য যেন তাঁর মার্জনা লাভ করতে পারি।

এবার আনন্দের কথা হলো যে এখানে আমরা অধিকাংশ সবাই একই দিনে একই সঙ্গে রোজা শুরু করতে পেরেছি। আশা করি ঈদটা ইনশা আল্লাহ সবাই একই দিনে এক সঙ্গে করতে পারবো। সেই পুরনো গল্পটা আবার মনে এলো। বিচারক বাদীকে বললেন - বলুন আপনার কী বলার আছে। বাদীর বক্তব্য শোনার পর বিচারক বললেন - ঠিক আছে। এবার বিবাদীকে বললেন তার বক্তব্য দিতে। বিবাদীর বক্তব্যে শুনে বিচারক বললেন - ঠিক আছে। এর মাঝে একজন দাঁড়িয়ে বললেন - হুজুর এ আপনার কেমন বিচার বাদী বিবাদী উভয়কেই বললেন ঠিক আছে। বিচারক তাঁকে বললেন আপনি যেটা বলছেন সেটাও ঠিক আছে। ঈদ নিয়ে

ফতোয়া যাঁরা যাই-ই দেন সবাই ঠিক (তাঁদের ভাষায়) কেবল সবাই মিলে ঈদটা এক সঙ্গে হয় না। এবার যদি আল্লাহ সে সুযোগটা করে দেন।

দেশেও এই রমজান মাস এক বিশাল ব্যপার। গোটা দেশ জুড়ে বোঝা যায় এটা রমজানের মাস। সিয়ামের মাস। ইফতারের পর খতম তারাবীহ্ ওদিকে দুপুর থেকেই ইফতারের প্রস্তুতি। বড় বাপের পোলায় খায় না গরীবের হায় হায়, এমন একটা প্রতিযোগিতা। শেরাটন না র‍্যাডিসন, সোনারগাঁয়ে যাবে না ফুটপাতে খাবে, এমনই সব ব্যাপার স্যাপার। অথচ এটা সিয়ামের মাস। কম খাওয়া কম কেনা। এটা সংযমের মাস। তার উপর আছে রাজনৈতিক দল গুলোর তথাকথিত ইফতার পার্টি যার মূখ্য উদ্দেশ্য হবার কথা সব সিয়াম সাধক একত্রিত হয়ে আল্লাহপাকের কাছে বিনীত ক্ষমা ভিক্ষা করা, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা। অথচ তার বদলে রাজনীতি। ঠিক ইফতারের আগে আগে মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে নেতা-নেত্রী শুরু করবেন রাজনৈতিক গিবত। প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা ছেড়ে দিল না তার এই পানাহার ত্যাগ সিয়াম করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী শরীফ)। তাঁরা এমনকী আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন যেন তাঁদের বিপরীত দলকে আল্লাহ হীরক রাজার মত ধ্বংস করে দেন। বিরোধী দল হলে বলবেন আল্লাহ এই জালিম সরকারকে আর ক্ষমতায় রাখা যাবে না এদের নেত্রী হিটলারের মত ব্যবহার করছে। এদের তুমি ধ্বংস করে দাও। আসুন সবাই মিলে এদের ধাক্কা দেই। ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। গত পাঁচ জানুয়ারী থেকে ধাক্কা দিতে দিতে নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এখন দম নিচ্ছেন। তবুও সিয়ামের মাসে সিয়ামের পরিপন্থী কাজ করে নিজের ঈমানকে কেবলই দূর্বল করে ফেলছেন।

এই সিয়ামের মাসেই সরকারের খাদ্যমন্ত্রী ব্রাজিল থেকে ৪০০ কোটি টাকার অখাদ্য গম এনে এবং তা গোঁজামিল দিয়ে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে সিয়ামের পরিপন্থী কাজ করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ চারিদিকে গমগম করছে। তবু তিনি দোষ স্বীকার করছেন না। নিজেতো পঁচছেনই প্রধানমন্ত্রীকেও পঁচাচ্ছেন। জানি না প্রধানমন্ত্রী কেন এই পঁচনের বোঝা বইছেন। এমন দু একটা পঁচামন্ত্রী না থাকলে কীইবা এমন ক্ষতি। কাল বিড়ালখ্যাত গুপ্ত মন্ত্রী সরকারের প্রকাশ্যে নেই তাতে কী কোন ক্ষতি হয়েছে? বরং সরকার এখন এদের ছাড়া অনেক ভাল অবস্থানে। বিশ্বব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশ আর স্বল্প উন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত নয় বরং বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, যে দেশের মানুষের জাতীয় আয় এখন ১ হাজার ৩১৪ ইউএস ডলার। যাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৪৫ ডলার বা তার নিচে, তাদের বলা হয় নিম্ন আয়ের দেশ। এবং বাংলাদেশ এতোদিন এই ব্রাকেটেই ছিল - এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। এ দেশের রিজার্ভ এখন ২৫ মিলিয়ন ডলারের উর্দ্ধে। সরকার আশা করছেন আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে নিম্ন মধ্যম থেকে পুরোপুরি মধ্যম আয়ের দেশ হবে বাংলাদেশ যদি লাগাতার হরতাল জ্বালাও পোড়াও দিয়ে দেশকে আর পিছনে টেনে না ধরা হয়। জ্বালাও পোড়াও দিয়ে ৩ মাস তো যারপরনাই চেষ্টা করা হলো এখন নিজের ঘর সামলানোই দায় হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের স্ট্যাটাস বেড়ে যাওয়ায় একটা বিপত্তিও আছে। যেমন এই সিয়ামের মাসে ফিতরা জাকাত দিতে গিয়ে আমরা খুঁজে বেড়াই কে বেশী গরীব তাকে আগে ফিতরা জাকাত দেবো। তেমনি আমাদেরকে যারা আগে ঋণ অনুদান দিতো সে সব দেশ বা সংস্থা এখন আমাদেরকে সাহায্য অনুদান দিতে নতুন করে ভাবতে পারে যেহেতু আমাদের স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের নতুন করে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে।

একাত্তর টিভিতে একাত্তরের জার্নাল টক শোর উপস্থাপিকা নবনীতা চৌধুরী আমার প্রয়াত বন্ধু কৃষিবিদ রমেন্দ্র চৌধুরীর ছোট মেয়ে। রমেন্দ্র দা দৈনিক ভোরের কাগজে এস আর চৌধুরী নামে নিয়মিত কলাম লিখতেন।

বছর দুয়েক হলো পরলোক গমন করেছেন। টক শো উপস্থাপিকা হিসেবে নবনীতার কারিশমা বহুল নন্দিত। সেদিন সেহেরী খেতে খেতে একাত্তরের জার্নালে দেখছিলাম নবনীতা কীভাবে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে জেরা করছিলো। দেখছিলাম আর ভাবছিলাম দেশের গণমাধ্যম এখন কেমন স্বাধীন মন্ত্রী হয়েও কামরুল ইসলাম পার পেলেন না। নবনীতার কাছে গম কাহিনীর সদুত্তর দিতে না পেরে কেবল আমতা আমতা করলেন। মন্ত্রীকে বলি ওই পঁচা গম কেউ খাবে না। সিয়ামের মাসটাকে আর অপবিত্র করবেন না। পারলে পদত্যাগ করুন।

এ মাসে দূর্নীতি, গিবত, নোংরা রাজনীতি হারাম। এটা সিয়ামের মাস। আত্মশুদ্ধির মাস। অনুশোচনার মাস। রাব্বুল আল-আমিনের কাছে ক্ষমা চাইবার পরম সুযোগ। প্রিয় রাজনীতিবিদগণ - এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। আল্লাহ আমাদের সবার সিয়াম সাধনা গ্রহণ করে আমাদের ক্ষমা করে দিন - আমিন।